দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 MAY 1995 পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

12

# ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট বাড়ছে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ কুষ্টিয়া।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়ে সেশন জট বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর ঘন ঘন হরতাল, অবরোধ, ক্লাস বর্জন, ভাঙচুর, ঘেরাও, ভিসি অফিসে তালা এবং উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের কারণে এই সেশনজট দেখা দিয়েছে।

১৯৯২ সালের ১ নবেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নাজুক সিদ্ধান্তের কারণে বিভিন্ন মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় ১১ মাস বন্ধ থাকে।

গত মাসে বন্ধের হার সবচেয়ে বেশী। ৮ সেপ্টেম্বর '৯৪ ক্যাম্পাসে ছাত্র–পুলিশ সংঘর্ষে ৫০ জন ছাত্র আহত হওয়ার ফলে ১২ সেপ্টেম্বর '৯৪ হতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। ৪৭ দিন বন্ধ থাকার পর ২৯ অক্টোবর '৯৪ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়। এরপর ৯ নবেম্বর '৯৪ একটি ছাত্র সংগঠনের একদল সন্ত্রাসী কর্তৃক ভিসিকে লক্ষ্য করে গুলি এবং ক্যাম্পাসে ক্রমাগত সন্ত্রাসের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও বেশ কিছুদিন অচলাবস্থা বিরাজ করে।

এছাড়া, বিভিন্ন সংগঠন তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় ক্যাম্পসে হরতাল–অবরোধ পালন করে ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হতে না দেওয়ায় সেশনজট বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে, ছাত্র সংগঠনগুলো ভাইস চ্যান্সেলরসহ উচ্চপদস্থ কিছুসংখ্যক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনে চলতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারী থেকে প্রশাসনিক ভবনে তালা লাগিয়ে দেয়। এক মাসেরও বেশী সময় ধরে প্রশাসনিক ভবন তালাবদ্ধ থাকে। কাজকর্ম বন্ধ ছিল।

উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সেশনজট নিরসনকল্পে রমজান মাসে ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও প্রশাসনিক ভবনে তালাবদ্ধ থাকার কারণে তা নিতে পারেননি।

এদিকে, চলতি সালের ৭ মার্চ ঈদের ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে ভিসির পদত্যাগের দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য প্রশাসনিক ভবনে ধর্মঘট পালন করে এবং গত ১৬ মার্চ ভিসির বাসভবনে টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্নসহ তার বাসভবনে তালা লাগিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে সম্মান প্রথম বর্ষে তিনটা সেশন একসাথে অবস্থান করছে। ১৯৯২–৯৩ সেশনে ভর্তি হওয়ার পর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্র–ছাত্রীদের প্রথম বর্ষের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা হতে এখনও বেশ কয়েক মাস দেরী হবে বলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। ১৯৯২–৯৩ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়ার পর অনেক বিভাগেই দ্বিতীয় বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। অথচ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৯৯২–৯৩ সেশনে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্র–ছাত্রীদের প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা আট মাস পূর্বে শেষ হবার কথা ছিল।

এছাড়া, অন্যান্য বিভাগেও সম্মান শ্রেণীতে একই বর্ষে দুটো করে সেশন অবস্থান করছে। মাষ্টার্সের এক বছরের কোর্স শেষ করতে সময় লাগছে ১৮ থেকে ২০ মাস।

সম্প্রতি সেশনজট কমানোর জন্য বেশ কয়েকটা বিভাগের ছাত্র–ছাত্রীরা সেমিস্টার সিস্টেম উঠিয়ে দিয়ে বর্ষভিত্তিক একবার ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, একটা বর্ষে দুটো সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে হয়। সম্মান এবং মাস্টার্স উভয় শ্রেণীতেই একই নিয়ম।

SHEET OF SHEETS

# অচলাবস্থা কাটেনি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ৬ই এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আন্দোলনের মুখে উপাচার্য ক্যাম্পাস ত্যাগ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও হিসেব পরিচালকের মত পাঁচটি পদের সবগুলোতে স্থায়ী কোন ব্যক্তি কর্মরত নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার (একাডেমিক) কাজ হলেও প্রশাসনিক কাজে রুটিন ওয়ার্কের বাইরের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ অফিসসমূহে আটকা আছে। উপাচার্যের দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জামাতীকরণের অভিযোগে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আন্দোলনের মুখে ১৯শে মার্চ হতে উপাচার্য ক্যাম্পাস ছেড়ে পালিয়ে যান। উপাচার্য ক্যাম্পাস ত্যাগের প্রাক্কালে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডীন ডঃ এবিন উদ্দিনকে অস্থায়ীভাবে উপাচার্যের দায়িত্ব দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আশরাফ আলী ও হিসাব পরিচালক নজরুল ইসলাম আর্থিক অনিয়মের কারণে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত থাকায় এ দু'টি পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে মোঃ আমজাদ হোসেন ও ডঃ সাফায়াত হোসেন দায়িত্ব পালন করছেন। ২৯শে মার্চ অস্থায়ী রেজিস্ট্রার এবং ৩০শে মার্চ হতে কোষাধ্যক্ষ পদ–ত্যাগপত্র দাখিল করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ রুটিন ওয়ার্ক কাজ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য উপাচার্যের স্বাক্ষর অপরিহার্য। কিন্তু ৯ই ফেব্রুয়ারি হতে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে উপাচার্য অফিস তালাবদ্ধ থাকায় আজ পর্যন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালানোর জন্য একজন ভিসি জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। ১৯৭৩ এর বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের অভাবে এখানে সরকার প্রধান কর্তৃক উপাচার্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে সরকার প্রধানের জরুরী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ উপাচার্যের তালাবদ্ধ কক্ষ। —সংবাদ